মুসনাদে আহমাদ

হাদিস নাম্বারঃ ২৭৩

মুসনাদে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) [উমারের বর্ণিত হাদীস] (مسند عمر بن الخطاب)

আরবী

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: بِمَ أَهْلَلْتَ؟ " قُلْتُ: بِإِهْلالٍ كَإِهْلالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ؟ " قُلْتُ: لَا. قَالَ: " طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حِلَّ ". فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَّطَتْنِي، وَغَسَلَتْ رَأْسِي، فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ بِإِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِمَارَةِ عُمَرَ، فَإِنِّي لَقَائِمٌ فِي الْمَوْسِمِ إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ، فَقُلْتُ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فُتْيَا فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ، فَبِهِ فَائْتَمُّوا، فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ: مَا هَذَا الَّذِي قَدْ أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟ قَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ قَالَ: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) [البقرة: ١٩٦] ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ

إسناده صحيح على شرط الشيخين
وأخرجه مسلم (1221) (155) ، والنسائي 5 / 154 من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد
وأخرجه البخاري (1559) عن محمد بن يوسف، عن سفيان، به
وأخرجه الطيالسي (67) و (516) ، والبخاري (1565) و (1724) و (1795) و (4346) و (4397) ، ومسلم (1221) (154) ، والنسائي 5 / 156 من طرق عن قيس بن مسلم، به. وسيأتي في مسند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 4 / 393 الطبعة الميمنية

বাংলা

২৭৩। আবু মূসা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি তখন মক্কায় সমভূমিতে অবস্থান করছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে হজ্জ আরম্ভ করেছ। আমি বললাম, যেভাবে আল্লাহর রাসূল আরম্ভ করেন সেভাবে। তিনি বললেনঃ কুরবানীর জন্তু এনেছ? আমি বললামঃ না। তিনি বললেনঃ কা'বা শরীফ ও সাফা-মারওয়া তাওয়াফ কর। তারপর হালাল হও। আমি কা'বা শরীফ ও সাফা-মারওয়া তাওয়াফ করলাম। এরপর আমি স্বগোত্রীয় এক মহিলার নিকট এলাম। সে আমার চুল আঁচড়ে দিল এবং আমার মাথা ধুয়ে দিল। তারপর আমি আবু বাকর ও উমারের নেতৃত্বে অনুরূপ কাজ করার নির্দেশনা দিতাম।

(একবার) আমি হজ্জ পালন করছিলাম। এই সময় এক ব্যক্তি আমার নিকট আসলো। সে বললো, আপনি জানেন না, হজ্জ-উমরার ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীন কী নিয়ম চালু করেছেন। আমি বললাম, হে জনতা, আমরা এ যাবত যাকে যে রূপ নির্দেশনাই দিয়ে থাকিনা কেন, এখন আমীরুল মুমিনীন স্বয়ং তোমাদের কাছে আসছেন। তার নির্দেশনা মুতাবিকই তোমরা হজ্জ-উমরা সম্পন্ন কর। এরপর যখন তিনি এলেন, তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হজ্জ ও উমরার ব্যাপারে আপনি কী নিয়ম চালু করেছেন তিনি জবাব দিলেনঃ আল্লাহর কিতাব যদি মেনে চলি তাহলে তো আল্লাহ বলেছেনঃ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

"আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা সম্পন্ন কর।" আর যদি আমাদের নবীর সুন্নাত মানি তবে তিনি জন্তু কুরবানী না করা পর্যন্ত হালাল হননি।"* (অর্থাৎ ইহরাম খোলেননি।) [বুখারী, মুসলিম]

ফুটনোট

* মূলত: এখানে কুরআনের নির্দেশ ও রাসূলের সুন্নাতে কোন বিরোধ নেই। কারণ হাদীসে কেরান হজ্জের কথা বলা হয়েছে। কেরান হজ্জ হচ্ছে, হজ্জ ও উমরার ইহরাম এক সাথে বাঁধা। কেরান হজ্জকারীর জন্য কুরবানী ওয়াজিব। তাই জন্তু কুরবানী না করা পর্যন্ত হালাল হওয়া যায় না। সুতরাং কুরআনের আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তোমরা যখন কেরান হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবেতখন হজ্জ ও উমরা সম্পন্ন কর, তারপর জন্তু কুরবানী করে হালাল হও। আর এটাই নবীর সুন্নাত। তিনিও হজ্জ ও উমরা সম্পন্ন করে কুরবানী না করা পর্যন্ত হালাল হননি। - সম্পাদক

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষণ বাকি

পাবলিশারঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=63097

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন